সংবাদ

তারিখ ... 18.10.83 ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৩ ...

081

অগ্রগতির হার শূন্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে ১৯৮০ সাল থেকে '৮৫ সাল পর্যন্ত ২ হাজার নতুন স্কুল নির্মাণ করার কথা থাকলেও গত এবছরে এই প্রকল্পের অধীনে একটি স্কুলও নির্মাণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে অগ্রগতির হার শূন্য।

প্রায় ৩শ' ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৮০ থেকে '৮৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা। এই কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ২ হাজার নতুন স্কুল নির্মাণ, ১১ হাজার

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

অগ্রগতির হার

(১ম পাতার পর)

৭শ' স্কুল মেরামত, ১৭ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ১৯ হাজার নলকূপ স্থাপন এবং ৩৫ হাজার টয়লেট নির্মাণ। এছাড়াও ফার্নিচার, পাঠ্যপুস্তক ও স্কুল ড্রেস বিতরণের কর্মসূচী নেয়া হয়। গত ৩ বছরে স্কুল মেরামত খাতে শতকরা ২৮ ভাগ, শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ খাতে শতকরা ২২ ভাগ, নলকূপ স্থাপন খাতে শতকরা ২১ ভাগ এবং টয়লেট নির্মাণ খাতে শতকরা ২১ ভাগ কাজের অগ্রগতি হয়েছে। একই সময়ের মধ্যে বেঞ্চ সরবরাহ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৪৮ ভাগ, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ খাতে শতকরা ৪৪ ভাগ, স্কুল ড্রেস সরবরাহ খাতে শতকরা ৪২ ভাগ এবং ষ্টিলের আলমারী সরবরাহ ক্ষেত্রে শতকরা ২৩ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগের এক প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গত ৩ বছরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, অর্থ পেতে বিলম্ব, তদারকির অভাব, নিম্ন পর্যায়ে দুর্নীতি এবং গত চার বছর ধরে বিরাজমান প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে বিলম্ব প্রভৃতি কারণে প্রথম তিন বছরে এই কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রার এক-তৃতীয়াংশও অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

কয়েকটি সুপারিশ

বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষকের ১৫ হাজার শূন্য পদ পূরণ করার সুপারিশ করেছে। মূল্যায়ন বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি উপ-জেলা পরিষদের দায়িত্বে ন্যস্ত করা সম্পর্কিত সরকারী সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নেরও তাগিদ দিয়েছে। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর নীতি নির্ধারণ ছাড়া কর্মসূচী বাস্তবায়নের সব দায়িত্ব উপ-জেলা পরিষদকে দেয়া উচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক উপ-জেলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ সম্পূর্ণ অর্থ জুলাই মাসের মধ্যেই সরাসরি উপ-জেলা পরিষদের কাছে ন্যস্ত করা উচিত বলে উল্লেখ করে বলা হয় যে, উক্ত অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা জেলা কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণ ছাড়া অন্য কোন অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকা উচিত নয়। এছাড়া বর্তমান বছরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ চলতি মাসের মধ্যেই যাতে উপ-জেলা পরিষদের কাছে পৌঁছে তার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে সুপারিশ করা হয়েছে।